উৎসর্গ

আমাদের পরমারাধ্য বৃদ্ধ প্রপিতামহ
স্বর্গীয় গোপাল পাল মহাশয়ের শ্রী চরণে।

দেড় শতাধিক বর্ষের ঐতিহ্যবাহী

মুক্তাগাছার আদি ও অকৃত্রিম

৺ গোপাল পালের প্রসিদ্ধ

মণ্ডার দোকান

স্থাপিত ঃ বাংলা ১২৩১, ইংরেজী ১৮২৪

প্রোঃ-শ্রী রমেন্দ্র নাথ পাল এন্ড ব্রাদার্স

বংশানুক্রমিক মালিকদের নামের তালিকা

১। ৺গোপাল পাল, মুক্তাগাছার প্রসিদ্ধ মণ্ডার আবিষ্কারক ও এই দোকানের প্রতিষ্ঠাতা মালিক। জন্ম বাংলা ১২০৬ সাল, ইংরেজী ১৭৯৯ সাল, মৃত্যু বাংলা ১৩১৪ সাল, ইংরেজী ১৯০৭ সাল।

* তাঁর পুত্র

২। ৺রাধানাথ পাল, ২য় বংশধর ও মালিক। জন্ম বাংলা ১২৭০ সাল, ইংরেজী ১৮৬৩ সাল, মৃত্যু বাংলা ১৩৪১ সাল, ইংরেজী ১৯৩৪ সাল।

* তাঁর পুত্র

৩। ৺কেদারনাথ পাল, ৩য় বংশধর ও মালিক। জন্ম বাংলা ১৩০২ সাল, ইংরেজী ১৮৯৫ সাল, মৃত্যু বাংলা ১৩৮৪ সাল, ইংরেজী ১৯৭৭ সাল।

* তাঁর পুত্র

৪। ৺দ্বারিকানাথ পাল, ৪র্থ বংশধর ও মালিক। জন্ম বাংলা ১৩২৭ সাল, ইংরেজী ১৯২১ সাল, মৃত্যু বাংলা ১৪০৪ সাল, ইংরেজী ১৯৯৮ সাল।

* তাঁর পুত্রগণ

৫। শ্রী রমেন্দ্র নাথ পাল এন্ড ব্রাদার্স, ৫ম বংশধর ও বর্তমান মালিক।
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
পুরুষানুক্রমে আমরা 'মণ্ডা মিঠাই শিল্পী"।

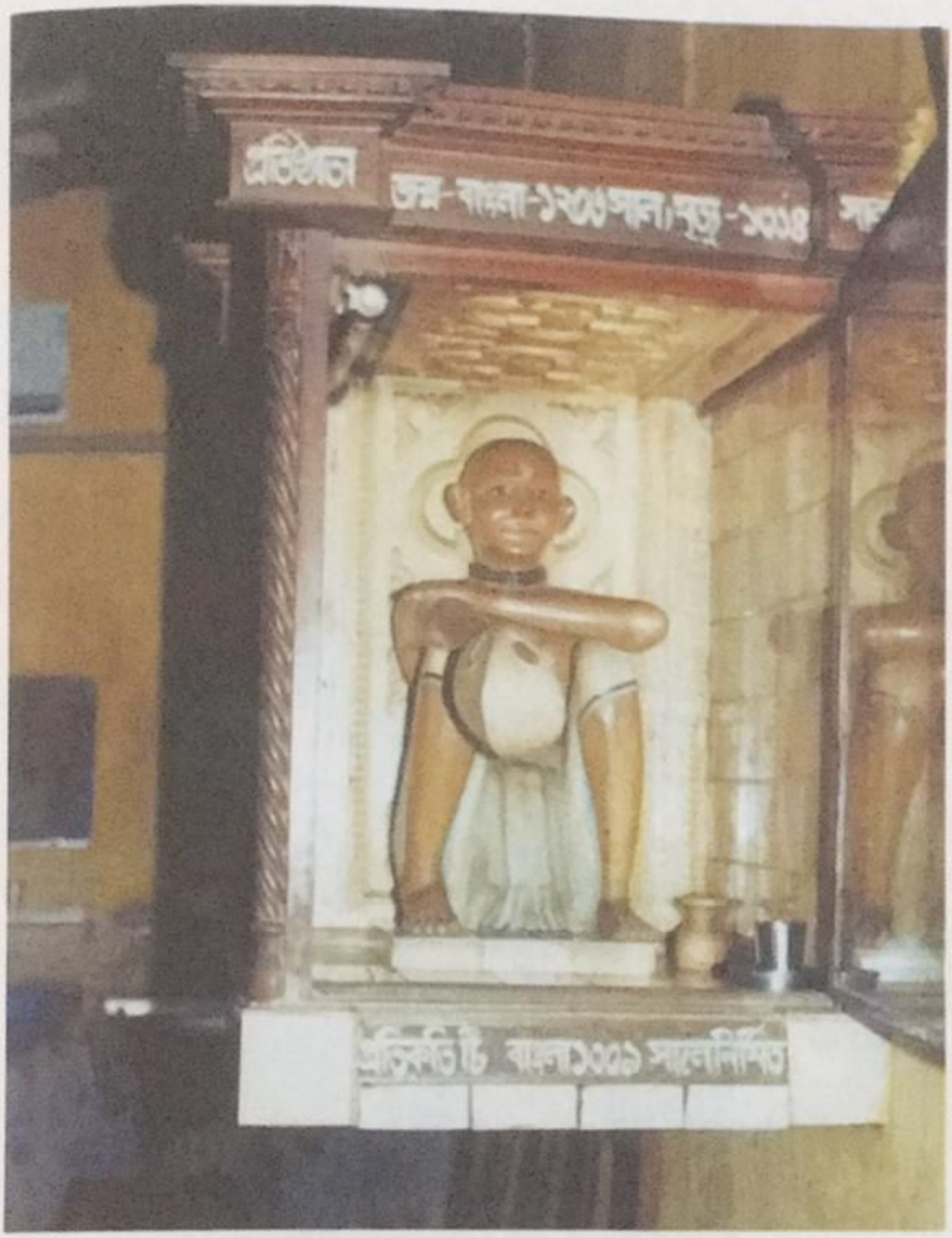

প্রতিষ্ঠাতা ঃ

জন্ম ঃ বাংলা ১২০৬ সাল ইংরেজী ১৭৯৯ সাল

মৃত্যু ঃ বাংলা ১৩১৪ সাল ইংরেজী ১৯০৭ সাল।

মন্ডার দোকানের ভিতর কাঁচের সুদর্শন শোকেসে সুরক্ষিত স্বর্গীয় গোপাল পালের কাঠের তৈরী প্রতিকৃতিটি আজ থেকে ১০৭ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ বাংলা ১৩০৯, ইং ১৯০২ সালে রাজবাড়ির সুদক্ষ কাঠমিস্ত্রী স্বরূপ সূত্রধরের হাতে নির্মিত।

স্বর্গীয় কেদারনাথ পাল, ৩য় বংশধর ও মালিক

জন্ম ঃ বাংলা ১৩০২ সাল, ইংরেজী ১৮৯৫ সাল

মৃত্যু বাংলা ১৩৮৪ সাল, ইংরেজী ১৯৭৭ সাল

মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

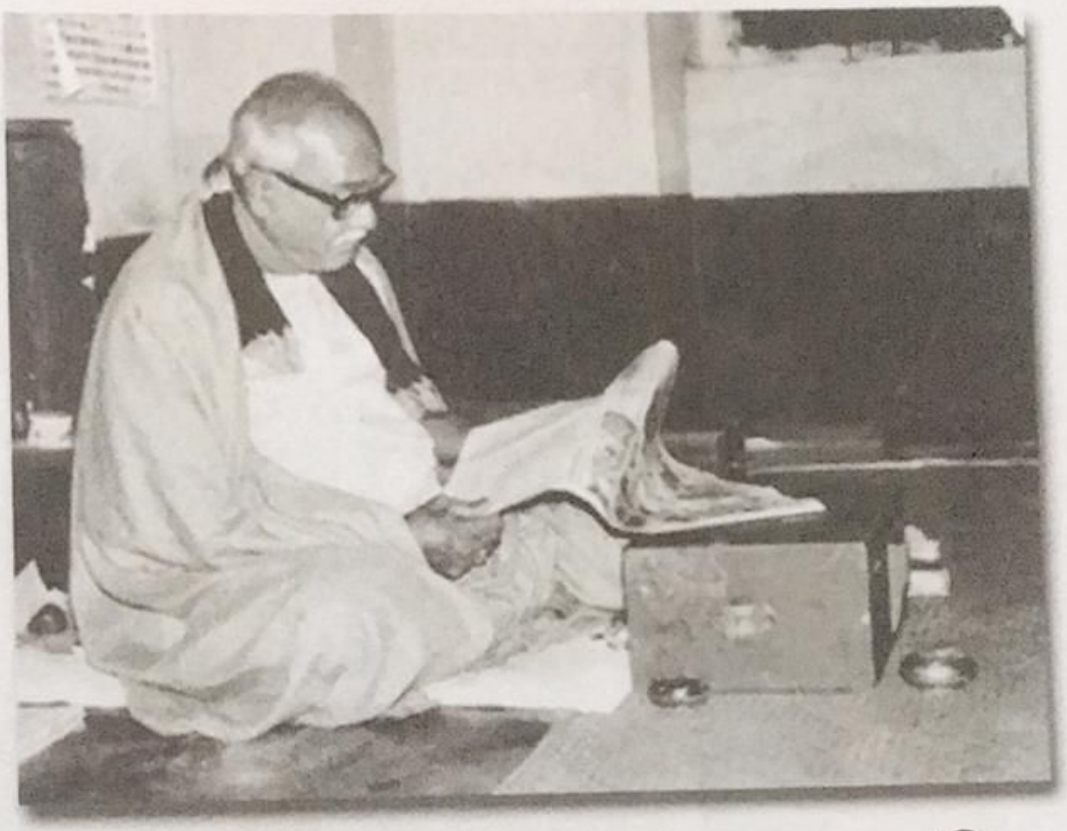

স্বর্গীয় দ্বারিকানাথ পাল, ৪র্থ বংশধর ও মালিক

জন্ম ঃ বাংলা ১৩২৭ সাল, ইংরেজী ১৯২১ সাল

মৃত্যু ঃ বাংলা ১৪০৪ সাল, ইংরেজী ১৯৯৮ সাল

মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

শ্রী রমেন্দ্র নাথ পাল

শ্রী রবীন্দ্র নাথ পাল

শ্রী রথীন্দ্র নাথ পাল

শ্রী শিশির কুমার পাল

শ্রী মিহির কুমার পাল

শ্রী রমেন্দ্র নাথ পাল এণ্ড ব্রাদার্স

৫ম বংশধর ও বর্তমান মালিক

মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

Muktagacha
Mymensingh.

১লা বৈশাখ-১৩৬০

পরম কল্যাণবর,

শ্রী কেদারনাথ পাল সমীপেষু,

কেদার,

তোমার পূর্ব্বপুরুষ ৺গোপাল পালের স্থাপিত এই মণ্ডার দোকান, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আমল হইতে মণ্ডা ও রসগোল্লা সরবরাহ করিয়া আসিতেছে এবং এই মণ্ডা ও রসগোল্লা আমাদের স্থাপিত বিগ্রহাদির ভোগেও দেওয়া হইতেছে। কাজেই ইহাদের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। আমরাও ইহা ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্টই আছি।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি। তোমার এই দোকানের আরও শ্রীবৃদ্ধি হউক এবং আমরাও সকলের সহিত ইহা গ্রহণ করিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারি।

ইতি -

শ্রী জীবেন্দ্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরী

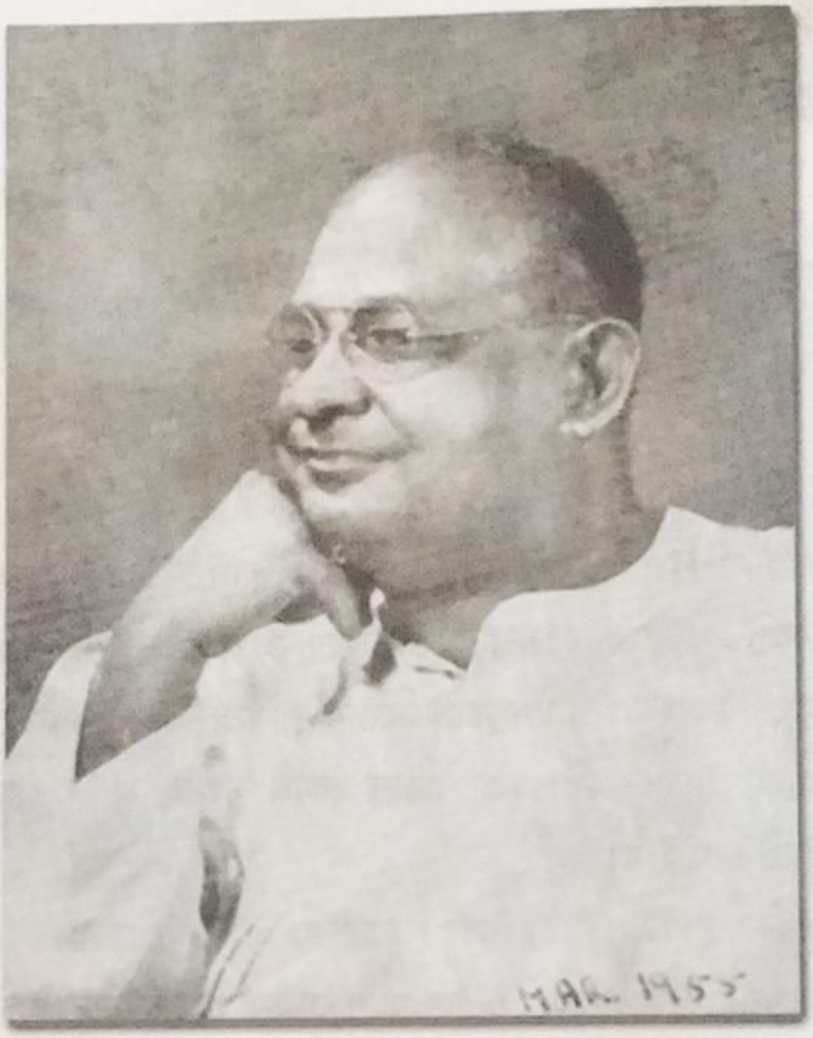

জমিদার বাবু জীবেন্দ্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরী।

গোপাল পালের প্রসিদ্ধ মন্ডার প্রশংসা পত্র প্রদানকারী ও শুভানুধ্যায়ী মুক্তাগাছার শেষ জমিদার বাবু শ্রী জীবেন্দ্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরী।

আমি

শ্রীজীবেন্দ্রকিশোর আচার্যচৌধুরী

রচিত বইটির প্রথম খণ্ডের ২৩ ও ২৪ নং পৃষ্ঠা হইতে সংগৃহীত।

মুক্তাগাছার মন্ডা প্রসিদ্ধ। মন্ডা এক প্রকারের সন্দেশ। কেবলমাত্র ছানা ও চিনি দ্বারা প্রস্তুত হয়। তবে ইহার 'পাকের' ভিতর এমনই একটি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা অন্য কোথাও হয় না। মন্ডার দোকানের প্রতিষ্ঠাতা **গোপাল পাল।**

ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের সাবেক হাই কমিশনার শ্রীমতি বীনা সিকরী ০৯/০৪/০৬ তারিখে আমাদের দোকান পরিদর্শনে এসেছিলেন। ঐ সময়ে তাঁকে আমরা আমাদের মন্ডাদিয়ে আপ্যায়ন করেছিলাম এবং তিনি এর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। তিনি আমাদের দোকান পরিদর্শন বহিতে নিম্নরূপ মন্তব্য লিখেন।

It has been a delight and
pleasure to visit the famous Monda Dukan
of Gopal Paul, and to taste the delicious
Monda mishti. Truly, it lives up to its
great reputation.

With every good wish
for continued success in the feature,

Veena Sikri

9th April, 2006 High Commissioner of India

Asian Devalopment Bank এর Country Director জনাবা হুয়াদু বিগত ২৫/০২/০৮ ইং তারিখে আমাদের মন্ডার দোকান পরিদর্শন করেন এবং মন্ডা খেয়ে উনি পরিতৃপ্তি লাভ করেন। আমাদের দোকানের পরিদর্শন বহিতে নিম্নলিখিত ভাবে তিনি মন্তব্য করেন।

Great heritage, & very impressive
we hope the business will stay
and expand from generation to
generation. Many thanks

Hua Du Country Director
Asian Development Bank
Dhaka. 25 Feb 2008

তাঁর সফর সঙ্গীর মন্তব্য

তাঁর সফর সঙ্গীর মন্তব্য

Muktagacha, famous for its palace, is also – if not more – well-known for its Monda and its fabled history. The 'monda' was not even available to commoners like my ancestors. It was a delight to come and eat it at its source. Wish it would open branches all over the subcontinent.

K Lahiri

Kshitish Lahiri
Executive Director,
Asian Development
Bank.

February 25, 2018.

Star heritage
DHAKA MONDAY NOVEMBER 22, 2004

Monda : A Century old traditional sweet of Muktagachha

We were planning to visit the Maharaja Suryakanta Bari at Muktagachha in Mymensingh for long but could not manage as both of us were so busy. Though the visit to the magnificent house built in the eighteenth century was part of our professional work, we had to change the visit schedule again and again because of major political events taking place in the capital. Finally, we made it and one day in a fine morning we set off to the ancient city from Kamalapur Railway station.

After a three-hour pleasant journey we reached the old station in Mymensingh where Aminul Islam, our local correspondent was waiting to receive us. He was our guide too. First we took a rickshaw and then hired a three-wheeler. We found the air-polluting vehicle, which was ousted from the capital four years ago, was no more a small three-seated baby-taxi. It was turned into a public transport that carries 10 passengers at the back and another four at the front seat apart from the driver.

Muktagachha is around 16 kilometer west of Mymensingh town. It is said that sometime in the early 18th century, a local black smith named Muktaram had presented a gachha (brass) or a lamp to the eldest son of the region's ruler as a mark of loyalty. In recognition of the gift, the rulers named the locality as Muktagachha.

zakir bhai was busy taking pictures for two hours at the century old palace, now mostly in ruins. The 'taxi' was waiting out-side. While coming back from the place, we noticed a small colourful

building on the roadside. We saw the name 'Gopal paler Proshiddha Monda' written on the top of the entrance that forced us to stop.

Oh Manda! I shouted: This is the delicious and famous sweetmeat of Muktagacha! We jumped and entered the shop to have the taste of the sweetmeat sitting at the country's only one Monda shop. The taste of Monda has been known to us from our childhood. I knew that sweetmeat is from Muktagachha, as it is popularly known as 'Muktagachha Monda' (sweet of Muktagachha). But I never imagined that I would have the privilege of relishing Monda sitting at the home of the traditional sweetmeat.

It is true that the Rajbari (Maharaja's palace) draws visitors to Muktagachha, but the town is best known for this sweet. And that is the lone shop, which makes the best quality Monda and it has no branch anywhere in the country, even not in the capital.

The shop, with a lion's motif over the door, looks more like a place for relaxing than a sweet shop. Inside the shop, there are some benches and chairs. We saw a few people were having the taste of the sweetmeat. A big wood sculpture of Ram Gopal Pal (1799-1907), founder of the shop, has been kept inside a glass-made showcase. Swarup Sutradhar, a carpenter of the palace, made the sculpture 102 years ago.

On the right hand sid there was a man sitting across a big table. First I thought he is the cashier of the shop. No, he is Ramendra Nath Pal, the owner of the shop and fifth generation of Gopal Pal family. His ancestors Radhanath pal, Kedaranath Pal and Darikanath Pal continued the business after the death of Gopal Pal and now it is Ramendra's turn to carry the century old tradition. Zamindars in Muktagachha were very much cultural minded. They used to invite elite guests and entertain them with Monda. It is learnt that Ram Gopal Pal first cooked Monda in 1824 and presented to Maharaja Babu Surya Kanta Acharya. The sweetmeat was so delicious that they were very much pleased with its unprecedented taste and it became an indispensable breakfast item at the Zamindarbari. Officials and workers of their estate were also served Monda as afternoon snacks. The Zamindar family also used to offer Monda for the God and Goddess during religious festivals like Puja. The Zamindars

considered Monda as a symbol of pride and whenever they went to meet the kings out of Muktagachha and the British rulers they took the sweet meat as gift.

Locals said after the fall of Nawab Siraj-Ud-Doulah, Gopal Pal's grandfather Shibram Pal and father Ramram Pal left Murshidabad for Rajshahi to save life and later settled in Muktagachha. Gopal Pal set up the shop in 1824 with the help of the Zamindars. The Pal Family has been in this business for last 180 years.

During the Liberation War in 1971, members of the Pal family left their homes, business and took shelter in India as refugee for nine months when their houses were looted and burnt and the Monda shop was partly damaged. Local blanket trader Rahman Dhunkar, also an influential leader of the area, saved the shop during the bloodywar.

One Bhola Pagla, a date juice seller, saved the wooden sculpture of Gopal Pal by hiding it in a jungle adjacent to the shop. When the Pal family returned home after the war, Raman Dhunkar and Bhola Pagla handed over the shop and the sculpture to Pal family and they resumed their business in the independent Bangladesh.

Whenever cultural, social and political elite of this subcontinent came to Muktagachha they were served Monda. They include world famous sitar artiste Ustad Alauddin Khan, physician Dr Bidhan Chandra Roy (who later became West Bengal minister), Netaji Shubhash Chandra Basu. Shashi Kanta Acharya, Son of Maharaja Surya Kanta was also fond of Monda. Ramendra said Shashi Kanta sent Monda to Joseph Stalin in former Soviet Union as gift. Pleased with the taste, Stalin sent an appreciation letter to him.

Former president of Pakistan Ayub Khan was also fond of Monda. Monayem Khan, governor of former East Pakistan used to send the sweetmeat to him. "All big politicians and leaders used to love Monda. They came to our shop several times. Maulana Bhasani once took Monda for Chinese leader Mao Tse Tung who also liked it," said Ramendra.

The present owner said there is a myth behind the first preparation of Monda. His grand grandfather Gopal pal was very much devoted to the God. He got the instruction of cooking Monda in his dreams. A hermit came to his dream for consecutive

nights and ordered to prepare Monda. Following the order, Gopal Pal cooked the sweet- meat one day. The hermit then came physically to Gopal Pal's house, touched the burner and gave blessings saying that one day the sweetmeat will become world famous.

"At several nights I also heard as if somebody wearing kharam (wooden shoes) entered the shop through the backdoor and departed through the front door after staying for some time at the storeroom and the factory." said Ramendra Nath Pal.

"I tried to know the source of the sound several times with flashlight but could not see anybody or anything. When I asked my grand-father if he knew about the foot-steps, he just smiled. He told me not to be afraid as he had also heard the sound. We believe as we are the predecessor of Gopal Pal we will continue to hear the sound." he said.

Now five brothers Ramendra Nath pal, Rabindra Nath pal, Rathindra Nath Pal, Shishir Kumar pal and Mihir Kumar Pal- run the Monda business. While we were leaving the shop, a little boy, around seven-year-old, said he comes to the shop with his father Ramendra everyday and will be involved in the business if needed. "Monda is not a business. It has become a heritage of the country. We have to continue the shop to Keep Monda culture on, Ramendra said.

Story Miazanur Khan
Photo : Syed Zakir Hossain.

নবম জাতীয় সংসদে ১৭/০৬/০৯ইং তারিখ মাননীয় স্পীকার জনাব এডভোকেট আঃ হামিদ সাহেব রসিকতা করে মুক্তাগাছার সাংসদ আলহাজ্ব খালিদ বাবুকে মন্ডা খাওয়ানোর কথা বলেন। পরদিন সাংসদ আলহাজ্ব খালিদ বাবু সংসদে গোপাল পালের দোকানের প্রসিদ্ধ মন্ডা নিয়ে মাননীয় স্পীকার সহ সম্মানিত সকল সংসদ সদস্যকে মন্ডা খাওয়ান। মন্ডা খেয়ে সেদিন সবাই সন্তুষ্ট হন।

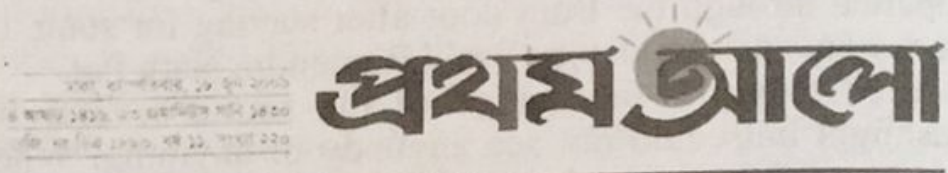

গ্যালারি থেকে

সংসদে মন্ডা খাওয়ার ধুম!

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সংসদে গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় মুক্তাগাছার মন্ডা খাওয়ার ধুম পড়েছিল। সংসদ ভবনে স্পিকারের অফিস, প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে শুরু করে সাংবাদিক লাউঞ্জ—সর্বত্রই ছিল মন্ডা খাওয়ার পালা। এর আগে মাগরিব নামাজের বিরতির আগে স্পিকার আবদুল হামিদ সাংসদের উদ্দেশে বলেন, 'মাননীয় সদস্যগণ, মুক্তাগাছার মন্ডা এসে গেছে। সরকারি ও বিরোধী দলের লবিতে দেওয়া আছে। তবে দুটির বেশি কেউ খাবেন না।' বিরোধী দল লবিতে না থাকলে তাদের মন্ডা বিরোধী দলের অফিসে পাঠিয়ে দেওয়ার ঘোষণা দেন স্পিকার। সাংবাদিকদের কথা অধিবেশনকক্ষে না বললেও স্পিকার সাংবাদিকদের জন্যও মন্ডা পাঠিয়ে দেন।

উল্লেখ্য, সম্পূরক বাজেটের ওপর আলোচনাকালে মুক্তাগাছার সাংসদ কে এম খালিদকে স্পিকার মজা করে মন্ডা পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন। আর খালিদও কাল সত্যি সংসদ ভবনে ৭০০ সুস্বাদু মন্ডা নিয়ে হাজির হন।

রচনায় ঃ

শ্রী রমেন্দ্র নাথ পাল

জন্ম ঃ ২৬/০৯/১৩৫৮ বাংলা ১২/০১/১৯৫২ইং

মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

ভূমিকা ও নিবেদন

আমার মত সাহিত্যে অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে কোন কিছু লিখার চেষ্টা করা ধৃষ্টতা। আমার প্রচেষ্টার জন্য যাদের কাছে সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়েছি তাদের নিকট প্রথমে আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। ছাত্র জীবন হতে পিতা ও পিতামহের মুখ থেকে যা শুনেছি ও অদ্যাবধি নিজ চোখে যা দেখেছি মূলতঃ সেটাই আমি আমার এ লিখায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র। এ ছাড়া শ্রী জীবেন্দ্র কিশোর আচার্য চৌধুরী রচিত "আমি" বইটির ১ম খন্ড পড়ে যে তথ্য পেয়েছি তাও আমাকে এই লিখার কাজে উপাত্ত যুগিয়েছে।

"মন্ডামিঠাই", মিষ্টান্ন, মিষ্টি যে নামেই বলি তা শুধু খাদ্য দ্রব্য হিসেবেই নয় বরং সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি হিসেবেও এর প্রভাব সুদূর প্রসারী। আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মিষ্টি অপরিহার্য। উৎসব পার্বণ, বিয়ে, সামাজিকতা সব কিছুতেই মিষ্টির প্রচলন। পরীক্ষায় পাশ আর চাকুরীতে উন্নতি, সংসারে নতুন অতিথির আগমন কিংবা মেয়ের বিয়ে ঠিক হওয়া সব খবরের সঙ্গে মিষ্টি যেন অবিচ্ছেদ্য।

আমাদের মুখে হাসি ফিরিয়ে আনতে এ যেন এক অব্যক্ত আবেদনময় উপাদান। এ আবেদন একাত্মতার, কোন কিছুতে সম্পৃক্ত হওয়ার আর আমাদের মুখ গহ্বরে জাগিয়ে তোলা কোন আনন্দময় স্বাদের, ঠিক যেমনটি আমরা বাংলায় বলে থাকি "মিষ্টি মুখ"। নানা রকম মিষ্টির প্রচলন আছে আমাদের দেশে। এক সময় এ মিষ্টি বিক্রি হতো মাটির পাত্রে, কলাপাতায় বা পদ্ম পাতায় মুড়ে। আর আজ তা কার্টুনে ভরে বিভিন্ন জনের হাতে বিদেশেও যাচ্ছে। সত্যিই বাংলাদেশের মিষ্টির সুনাম আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। স্মৃতি ও শ্রুতির হাত ধরে এগিয়ে চলা মিষ্টির এ জনপ্রিয়তা অঞ্চল ভিত্তিক যার প্রকৃতপক্ষে কোন লিখিত ইতিহাস নেই।

বাংলা ও বাঙালির ঐতিহ্য মন্ডিত ও কিংবদন্তীতুল্য বিবিধ মিষ্টির মধ্যে অন্যতম এক মিষ্টির নাম মুক্তাগাছার মন্ডা। আমাদের বৃদ্ধ প্রপিতামহ স্বনামধন্য গোপাল পালের হাতে আঠার শতকের প্রথম দিকে এই মন্ডার জন্ম। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায়

"গোপাল পালের প্রসিদ্ধ মন্ডার" দোকানেই শুধু এই মিষ্টি পাওয়া যায়। আমাদের পূর্ব পুরুষের তৈরী এই অভূতপূর্ব মিষ্টান্ন 'মন্ডা' সম্বন্ধে জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন অনেকেই। তাইতো আমার এই লিখার চেষ্টা।

আমার বন্ধুবর মুক্তাগাছা পৌরসভার প্রাক্তন সচিব বাবু নারায়ণ কুমার দাস এম.এ, আমাকে আমাদের এই প্রসিদ্ধ মন্ডার ইতিহাস পুস্তিকাকারে লিপিবদ্ধ করার জন্য বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন। মুক্তাগাছা নবারুণ বিদ্যানিকেতনের প্রাক্তন শিক্ষক বাবু রাধা মাধব সাহা ও সিনিয়র শিক্ষক জনাব মোখলেছুর রহমান সাহেবের নিকট থেকেও বিভিন্ন সহযোগিতা ও পরামর্শ পেয়েছি। ইনাদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। আমার এই লিখা সফল বা বিফল হয়েছে তা পাঠকের বিচার্য। আমার এই লিখায় কোথাও কোন ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকলে পাঠক আমাকে ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখবেন এটাই আশা করি।

বিনীত

তারিখ ঃ ০১/০৮/২০০৪ইং

শ্রী রমেন্দ্র নাথ পাল
স্বর্গীয় গোপাল পাল মহাশয়ের ৫ম বংশধর
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

প্রাকৃতিক বৈচিত্রপূর্ণ সুজলা সুফলা মুক্তাগাছা উপজেলা ময়মনসিংহ জেলা শহর থেকে ষোল কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ আচার্য ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর নিকট হতে আলাপসিংহ পরগনার জমিদারী তাঁর নামে বন্দোবস্ত নিয়ে বগুড়ার ঝাঁকড়ে বসবাসরত অবস্থায় বার্ধক্য জনিত কারণে পরলোক গমন করেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামরাম আচার্য নতুন জমিদারীতে বসবাস করতে এখানে আসেন। তখন এ এলাকার নাম ছিল বিনোদবাড়ি। নতুন জমিদারের শুভাগমনে তখন এখানে বসবাসরত মুক্তারাম কর্মকার নামের এক দরিদ্র প্রজা পিতলের এক সুন্দর "গাছা" অর্থাৎ "দীপাধার" তৈরী করে নজরানা স্বরূপ স্বীয় ভূস্বামীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। রামরাম আচার্য এতে অত্যন্ত বিমোহিত হয়ে রাজভক্ত প্রজার শিল্প নৈপুণ্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তার নামের আদ্য অক্ষর "মুক্তা" এবং নজরানাা দ্রব্য "গাছা" একত্রে যোগকরে জমিদারী এলাকার নাম রাখেন মুক্তাগাছা।

মুক্তাগাছার জমিদারগণ সংস্কৃতিমনা ব্যক্তি ছিলেন। পুরুষানুক্রমে এরা সংস্কৃতিকে লালন করেছেন এবং পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। জমিদারদের আমন্ত্রণে এখানে দেশ বিদেশের বহু জ্ঞানী গুণীজন এসেছেন, থেকেছেন এবং শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এসব গুণীজনের আপ্যায়নে ঁগোপাল পালের তৈরী রসনা তৃপ্ত মিষ্টান্ন "মন্ডা" ব্যবহৃত হত। আজ জমিদার নেই কিন্তু মন্ডা আছে, নাম যশ নিয়ে স্বমহীমায় বেঁচে আছে। মুক্তাগাছার ইতিহাসের সঙ্গে "মন্ডা" নামটি একসূত্রে গ্রথিত। মন্ডার সুনাম শুধু মন্ডা মিঠাই শিল্পীদেরই নয়, মুক্তাগাছাবাসীরও । এর খ্যাতিতে সকলে খ্যাতিমান, এর গৌরবে সকলে গৌরবান্বিত। আমাদের পূর্ব পুরুষদের তৈরী এই অভূতপূর্ব মিষ্টান্ন মন্ডা সম্বন্ধে জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন অনেকেই। আমি সংক্ষেপে মন্ডা মিঠাই শিল্পের ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

আমি প্রথমেই আমার মুক্তাগাছাবাসী ও বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলাবাসীকে আমাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ছোট বেলায় ভূগোল বইয়ে পড়েছি, মুক্তাগাছার গোপাল পালের মন্ডা স্বাদের জন্য বিখ্যাত। বাংলাদেশের গৌরবময় মিষ্টান্ন সম্পদ ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছার ঐতিহ্যবাহী এই মন্ডা-মিঠাই আজ থেকে প্রায় দুইশত বছর পূর্বে অর্থাৎ বাংলা ১২৩১, ইংরেজী ১৮২৪ সালে আমার শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধপ্রপিতামহ স্বর্গীয় গোপাল পাল (পূর্ণনাম রাম গোপাল পাল) সর্ব প্রথম প্রস্তুত করে মুক্তাগাছার তদানিন্তন মহারাজা বাবু সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরীকে আপ্যায়িত করেন। মহারাজা মন্ডা খেয়ে তৃপ্তি লাভ করেন এবং অতীব সন্তুষ্ট হন। অভূতপূর্ব এই মিষ্টির স্বাদ আস্বাদন করে রাজা, মহারাজা ও জমিদার বাবুদের মন প্রাণ রসনা তৃপ্ত হয়। উনারা গোপাল পালের তৈরী এই অনাস্বাদিত মন্ডার করেন অশেষ সুখ্যাতি ও গোপাল পালকে করেন নানাভাবে প্রসংসিত ও পুরস্কৃত।

অতঃপর এই মন্ডা জমিদার বাবুদের নিকট অতি প্রিয় মিষ্টান্ন খাদ্যপোকরণে পরিণত হয়। কথিত আছে যে, মন্ডা ব্যতিরেকে জমিদারদের প্রাতঃরাশ হতো না। শুধু তাই নয়, উনাদের স্টেটের আমলা-কর্মচারীদের মধ্যাহ্নকালীন জলখাবারের ব্যবস্থাও ছিল এই মন্ডা দিয়ে। ষোলহিস্যা জমিদার বাড়ির দেবদেবীর পূঁজার্চ্চনায় ভোগের অন্যতম উপকরণ ছিল এই মন্ডা। এই মন্ডাকে জমিদার বাবুরা মুক্তাগাছা তথা মুক্তাগাছার জমিদারদের নিজস্ব গৌরবময় মিষ্টান্ন সম্পদ বলে মনে করতেন। তাইতো উনারা যখনি মুক্তাগাছার বাইরে বিভিন্ন রাজা, বাদশার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছেন ও বিভিন্ন কাজে উঁচু স্তরের বৃটিশ শাসকদের সহিত দেখা করতে গিয়েছেন তখনি উনারা সঙ্গে নিয়েছেন তাদের এই প্রিয় মন্ডা-মিঠাইকে এবং আপ্যায়িত করেছেন উনাদেরকে।

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রাজনৈতিক আলোচনায় বা বিভিন্ন কাজে জমিদার বাবুদের বাড়িতে প্রায়শই আনাগোনা হ'ত ভারত উপমহাদেশের বহু প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গের। তাঁদের মধ্যে উপমহাদেশের প্রখ্যাত সেতার বাদক ও সুর সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, চিকিৎসার উদ্দেশ্যে আনিত বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, (পরবর্তীকালে যিনি পশ্চিম বঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী হয়েছিলেন) নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। জমিদার বাবুরা এই সব অতিথিবর্গকেও আপ্যায়িত করেছিলেন তাদের প্রিয় মিষ্টান্ন গোপাল পালের মন্ডা দিয়ে। উক্ত খ্যাতনামা ব্যক্তিগণও মন্ডা খেয়ে তৃপ্তি লাভ করে মন্ডা মিষ্টির প্রশংসা করেছিলেন। মুক্তাগাছার গোপাল পালের মন্ডা সূর্যকান্ত মহারাজার পুত্র মহারাজা শশীকান্ত আচার্য চৌধুরীরও খুব প্রিয় মিষ্টি ছিল। তিনি একবার রাশিয়ার নেতা ষ্ট্যালিন সাহেবকে গোপাল পালের মন্ডা পাঠিয়েছিলেন। ষ্ট্যালিন সাহেব এই মন্ডা খেয়ে মহারাজার নিকট মন্ডার উচ্চ প্রশংসা পত্র প্রেরণ করেছিলেন। এমনিভাবে গোপাল পালের জীবদ্দশাতেই তাঁর মন্ডার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে গোটা ভারত উপমহাদেশে ও তার বাইরে।

মন্ডার আরও একজন ভক্ত ছিলেন তদানিন্তন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান সাহেব। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনায়েম খান সাহেব প্রায়সই উনার জন্য মন্ডা পাঠাতেন। মুক্তাগাছার এই মন্ডাকে তিনি খুব ভালবাসতেন। উনি নাকি মুক্তাগাছার গোপাল পালের দোকানের এই মন্ডাকে বলতেন "পূর্ব পাকিস্তান কা মেওয়া"। মাননীয় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনায়েম খান সাহেবের আমলে ঢাকা গভর্ণর হাউজে ও তাঁর বাসায় বিবাহ শাদির বিভিন্ন অনুষ্ঠানের খাদ্য তালিকায় গোপাল পালের দোকানের মন্ডা-মিষ্টিও থাকত। পাকিস্তান আমলে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের খ্যাতনামা সমাজ সেবক ও দানবীর বলে খ্যাত বাবু রণদা প্রসাদ সাহাকে (আর.পি.সাহা) দেখেছি মন্ডার একজন প্রিয় ভক্ত হিসেবে অনেকবার আমাদের এই দোকানে আসতে।

মরহুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সাহেবও পাকিস্তান আমলে বেশ

কয়েকবার এই দোকানে এসেছিলেন মন্ডা খেতে। পাকিস্তান আমলে একবার তিনি চীনে গিয়েছিলেন বেড়াতে। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন মুক্তাগাছার গোপাল পালের মন্ডার দোকানের এই মন্ডা। আপ্যায়িত করেছিলেন চীনের নেতা মাও সেতুংকে। মাও সেতুং সাহেবও এই মন্ডার স্বাদ গ্রহণ করে অশেষ সুখ্যাতি করেছিলেন। পাকিস্তান আমলে বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালে এই মন্ডার দোকানে এসে মন্ডা খেয়ে এই মন্ডা মিষ্টির প্রশংসা করেছিলেন। ছাত্র জীবনে সেদিন আমি উনার সাথে করমর্দনও করেছিলুম। স্বাধীনতার পর উনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপাতি হয়েছিলেন।

পাকিস্তান আমলে একবার যখন আমার পিতামহ কেদারনাথ পাল মন্ডার দোকান পরিচালনা করতেন তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব ময়মনসিংহ ও মুক্তাগাছা মিটিং শেষ করে এই মন্ডার দোকানে এসেছিলেন। তিনি এই মন্ডা খেয়ে খুব প্রশংসা করেছেন। মন্ডার দোকানের তখনকার মালিক আমার পিতামহ কেদারনাথ পালকে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন "পাল মশাই দেশ ছেড়ে যাবেন না, দেশ ভাল হবে"। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী যখন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় এসেছিলেন তখন মুক্তাগাছার গোপাল পালের দোকানের মন্ডা দিয়ে শ্রীমতি গান্ধীকে আপ্যায়ন করা হয়েছিল। বৃটেনের রাণী এলিজাবেথ যখন ঢাকায় এসেছিলেন তখনও তার আপ্যায়নের জন্য গোপাল পালের মন্ডা নেয়া হয়েছিল। উক্ত খ্যাতনামা দুজন ব্যক্তিত্বই মন্ডা খেয়ে তৃপ্তি লাভ করে মন্ডা মিষ্টির প্রশংসা করেছিলেন। ঢাকায় বিদেশী রাষ্ট্র নায়কগণের আগমনকালে এবং গুরুত্বপূর্ণ সব রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে এখনও মুক্তাগাছার গোপাল পালের মন্ডা নেয়া হয়। তৎকালীন বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সাহেবের শাসনামলে রাষ্ট্রপতি ভবনে এক ইফতার পার্টিতে মুক্তাগাছার মন্ডা নেয়া হয়েছিল। আমি নিজেই আমার এক বন্ধু মোজাম্মেল ভাইকে সঙ্গে নিয়ে সেই মন্ডা ঢাকা রাষ্ট্রপতি ভবনে পৌঁছে দিয়ে এসেছিলুম। আমাদের দুই বন্ধুকে সেদিন রাষ্ট্রপতি ভবনে রাজশাহীর সুস্বাদু আম দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়েছিল। তখন আমার পিতা দ্বারিকা নাথ পাল এই মন্ডার দোকানের মালিক ও পরিচালক ছিলেন।

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী সাহেবও কয়েক বার মন্ডা খেতে এই দোকানে এসেছেন। বি.এন.পি'র প্রাক্তন মহাসচিব ও স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী আব্দুস ছালাম তালুকদার সাহেবও মাঝে মাঝে মন্ডা খেতে মুক্তাগাছার এই মন্ডার দোকানে আসতেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিশিষ্ট আইনজীবী ও বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতা ডঃ কামাল হোসেন সাহেবও দু-দুবার মন্ডা খেতে ও নিতে আমাদের এই মন্ডার দোকানে এসেছেন। মন্ডা খেতে খেতে উনি বললেন "ময়মনসিংহ জেলা শহরে এসে বা মুক্তাগাছার উপর দিয়ে

জামালপুর ও টাঙ্গাইল গেলে গোপাল পালের দোকানের মন্ডা না খেয়ে বা সঙ্গে করে না নিয়ে ঢাকা ফিরলে একটি অতৃপ্ত মন নিয়ে বাসায় ফিরতে হয়। মনে হয় শূন্য হাতে ফিরলুম। কী যেন ফেলে রেখে গেলুম, কী যেন নেয়া হল না। এটি শুধু মুক্তাগাছার মন্ডার ঘরই নয়, এ যে মুক্তাগাছার প্রাচীন ঐতিহ্য।"

বাংলাদেশের বর্তমান মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান সাহেব প্রায় ৯/১০ বৎসর পূর্বে আমাদের দোকানে মন্ডা খেতে এসেছিলেন। বাংলাদেশের বর্তমান মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী ও প্রায় ৭/৮ বৎসর পূর্বে মন্ডা খেতে আমাদের দোকানে পদার্পন করেছিলেন।

চিত্র জগতের অনেক নামকরা শিল্পী যেমন নায়ক রাজ রাজ্জাক, আনোয়ার হোসেন, টেলিসামাদ, প্রবীর মিত্র, সোহেল রানা, কবরী, ববিতা, শাবানা সহ আরো অনেকে মুক্তাগাছা এসে আমাদের এই দোকানের মন্ডা খেয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। সঙ্গীত শিল্পী রথীন্দ্র নাথ রায় সহ আরও নামকরা অনেক গায়ক গায়িকা এখানে এসে মন্ডা খেয়ে প্রশংসা করে গেছেন। বাংলাদেশ টেলিভিশন শিল্পী মামুনুর রশিদ, আবুল খাঁয়ের, আসাদুজ্জামান, নূর, বুলবুল আহমেদ, অমল বোস, পীযুষ বন্দোপাধ্যায় সহ অনেকেই মুক্তাগাছায় এসে আমাদের এই দোকানের মন্ডা খেয়ে তৃপ্তি লাভ করেছেন। সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, ডাক্তার, উকিল, প্রকৌশলী, ঠিকাদার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, ছাত্র ও বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত জনগণ মন্ডা খেতে এই দোকানে আসেন।

পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা, চীন, জাপান, কোরিয়া, ইংল্যান্ড, আমেরিকাসহ বিশ্বের আরও বিভিন্ন দেশের বিদেশী পর্যটকগণ Bangladesh a lonely planet travel survival kit. ইংরেজী ও জাপানী ভাষায় লিখা বইটি হাতে নিয়ে এসে বইটিতে লিখা দোকান ঘরটির বিবিধ বর্ণনা মিলিয়ে দেখে মন্ডা খেয়ে "Very nice", "delicious sweetmeats". বলে প্রশংসা করেন। উনারা দোকানের সামনের সাইন বোর্ড, দোকানে ঢুকতেই দরজার উপর সিমেন্টের তৈরী সিংহের ছবি, দোকানের ভিতর কাঁচের সুদর্শন শোকেসে সুরক্ষিত রাজবাড়ির সুদক্ষ কাঠ মিস্ত্রী স্বরূপ সূত্রধরের বাংলা ১৩০৯/ইং ১৯০২ সালের তৈরী গোপাল পালের কাঠের প্রতিকৃতিটির ও দোকানের দেয়ালে টাংগানো বংশানুক্রমিক মালিকদের নামের তালিকা ক্যামেরায় ছবি উঠিয়ে ও ভিডিও ক্যামেরায় ধারণ করে নিয়ে যান। মন্ডা খেয়ে যাবার পর উনারা মুক্তাগাছার রাজবাড়িও ঘুরে ঘুরে দেখে যান। ভগ্ন প্রায় রাজবাড়ির এখনও কিছু কিছু কারুকার্য আছে যা সত্যিই দেখার

মত। দেশী বিদেশী বহু জ্ঞানী গুণী ও সুধী ব্যক্তিগণের পদধূলিতে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি সত্যি আজ ধন্য।

(উল্লেখিত বইটিতে যা লেখা আছে তা এখানে সন্নিবেশ করা হল।)

Muktagacha

Twelve km west of Mymensingh on the old Tangail-Dhaka road is the little village of Muktagacha. It is said that sometime during the early 18th century, a local smith named Muktaram presented the eldest son of the region's ruler with a brass 'gacha', or lamp, as a sign of loyalty. In recognition of the gift, the son named the town Muktagacha.

The rajbari here draws the occasional visitor, but the town is best known throughout Bangladesh for its famous sweet shop, **Gopal Pali Prosida Monda,** which makes the best monda in the country. Two hundred years ago, the Pal family cooked these delicious sweetmeats for the zamindar who liked them so much that he employed the family. When the landowner's family left during partition, the Pal family opened up shop and have been in business ever since.

The western palate may not appreciate the subtleties of this famous monda, which, to the uninitiated, tastes a bit like a grainy, sweetened yogurt cake. Still, if you're in town, stop by and try one. The shop, with a lion motif over the door, looks more like a sitting area than a sweet shop, as there is no display area or cash counter.

It arriving from Mymensingh of the Tangail road, take the second road leading north-east (right) into Muktagacha. Go down about three blocks and the shop will be on your right.

Twenty feet past the shop, to the left, are old concrete pillars marking one of the entrances to the **Muktagacha Rajbari.** The rajbari is definitely worth seeing if you're heading to Madhupur Forest. This early-to-middle 19th century palace, now mostly in ruins, includes several different blocks and spreads over ten acres. It is a very special estate, even in disrepair, bedecked with Corinthian columns, high parapets and floral scrolls in plaster. The Rajeswari Temple and the stone temple, believed to be dedicated

to Siva, are two of the finer temples within the complex.

('BANGLADESH a lonely Planet travel survival kit'. This Edision June 1996 page 154/155 by Alex Newton, Betsy Wagenhauser, Jon Murray.)

রাজা. মহারাজা ও জমিদার বাবুদের অর্থান্যুকুল্যে, আন্তরিক সহযোগিতা ও সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরীর বাড়ির পূর্ব দিকে নির্মিত হয়েছিল গোপাল পালের এই বিখ্যাত মন্ডার দোকানের দালান ঘরটি যা আজও মিষ্টান্ন জগতে বাংলা ও বাঙালির অতীত ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে অম্লান। একখানা রূপোর প্লেটে খোদিত করা মহারাজার দেয়া গোপাল পালের মন্ডার প্রশংসা পত্রসহ আরো অনেক প্রশংসা পত্র, গোপাল পালের ও তাঁর পুত্র আমার প্রপিতামহ রাধানাথ পালের কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো ফটো পাকিস্তান আমল পর্যন্ত দোকানের দেয়ালে টাঙানো ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ওগুলো চিরদিনের মত হারিয়ে যায়।

তবে শেষ জমিদার বাবু জীবেন্দ্র কিশোর আচার্য চৌধুরী বাংলা ১৩৬০ সালের ১ বৈশাখ ইং ১৯৫৩ সালে উনার নিজস্ব প্যাডে আমার পিতামহ কেদার নাথ পালকে গোপাল পালের মন্ডার দোকানের যে প্রশংসা পত্রটি প্রদান করেছিলেন তা আজও দোকানের দেয়ালে কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো আছে। শ্রী জীবেন্দ্র কিশোর আচার্য চৌধুরী রচিত "আমি" বইটিতে উনি মন্ডার দোকানের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল পাল ও মুক্তাগাছার প্রসিদ্ধ মন্ডার বিষয়েও লিখে গেছেন।

আমি আমার পিতামহের মুখ থেকে শুনেছি উনার পিতামহ স্বর্গীয় গোপাল পাল মহাশয়ের এই মন্ডা তৈরীর পিছনে একটি অলৌকিক ঘটনা আছে। গোপাল পাল ছোট বেলা থেকেই খুব ঈশ্বর ভক্ত লোক ছিলেন। পর পর কয়েক রাত্র এক সন্ন্যাসী স্বপ্নে তাকে মন্ডা তৈরী করার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়ে আদেশ করলেন, "গোপাল, কাল থেকেই তুই এই জগতের মানবের খাওয়ার জন্য সুস্বাদু এই মন্ডা তৈরীর কাজ শুরু করে দে"। গোপাল সন্ন্যাসীর স্বপ্নাদেশে এক শুভ দিনে মন্ডা তৈরীর কাজ আরম্ভ করে শেষ করা মাত্র দেখলেন, স্বপ্নে দেখা সেই সন্ন্যাসী স্বশরীরে তার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে মন্ডা তৈরীর উনুনে হাত বুলাচ্ছেন। গোপাল সন্ন্যাসীকে দেখা মাত্র উনার পদযুগলে মাথা রেখে ভক্তি জানিয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। সন্ন্যাসী বাবা গোপালের মাথায় হাত রেখে বললেন "তোর হাতের তৈরী এই মন্ডা খেয়ে সবাই তোর মন্ডার অশেষ সুখ্যাতি করবে, আস্তে আস্তে তোর মন্ডা একদিন জগৎ বিখ্যাত হবে এবং পুরুষানুক্রমে তুইও এই মন্ডা মিঠাই শিল্পী হিসেবে পরিচিতি লাভ করবি। তোর অবর্তমানে তোর পরবর্তী পুরুষদের হাতেই শুধু সুস্বাদু এই মন্ডা তৈরী করা সম্ভব হবে"। এই আশীর্বাদ করে সন্ন্যাসী অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এই সব কথার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। অলৌকিক কোন ঘটনা যার জীবনে ঘটে সেই শুধু এর প্রত্যক্ষদর্শী। তৃতীয় কোন প্রত্যক্ষদর্শী এখানে অনুপস্থিত। সন্ন্যাসী বাবার আশীর্বাদ আজ যে সত্যে পরিণত হয়েছে তা সর্বজন বিদিত।

গোপাল পালের জন্ম বাংলা ১২০৬ ইংরেজী ১৭৯৯ সালে ও মৃত্যু বাংলা ১৩১৪

ইংরেজী ১৯০৭ সালে। উনি ১০৮ বছর জীবিত ছিলেন। পিতামহের মুখ থেকে শুনেছি নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার পতনের পর রাজধানী মুর্শিদাবাদের জনগণ ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে বিভিন্ন জায়গায় সরে পড়তে থাকেন। শুনেছি গোপাল পালের পিতা ৺রামরাম পাল অথবা পিতামহ ৺শিবরাম পালও প্রাণ ভয়ে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে মালদাহ হয়ে রাজশাহী বসতি স্থাপন করেন। পরে গোপাল পাল রাজশাহী থেকে মুক্তাগাছা এসে মুক্তাগাছা শহর থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার উত্তরে তারাটি গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি উক্ত গ্রামে পর্যায়ক্রমে অনেকগুলো বড় বড় টিনের ঘর সমেত দোতালা টিনের বসত বাটী নির্মাণ করিয়েছিলেন এবং বাড়ি সংলগ্ন স্থানে পুকুরও খনন করিয়েছিলেন। সেখানে তিনি অনেক আবাদি জমা-জমিও খরিদ করেছিলেন। দূর্গাপূজোর মন্ডপঘর, কালিমন্দির, কাঁছাড়ীঘর এসবই উনার আমলেই তৈরী হয়েছিল।

আমার, আমার পিতার, আমার পিতামহের ও আমার প্রপিতামহের জন্ম তারাটি গ্রামের বাড়িতেই। উনার পুত্র আমার প্রপিতামহ ৺রাধা নাথ পাল তারাটি ৩নং ইউনিয়ন পরিষদের প্রথম পঞ্চায়েত প্রধানও নির্বাচিত হয়েছিলেন। ৺রাধা নাথ পাল মুক্তাগাছা জমিদার বাবুদের সহযোগিতায় রাজশাহীর পুঠিয়ার রাণী হেমন্ত কুমারীর নিলামে উঠে যাওয়া মুজাটী মৌজা ও কাঠালসার মৌজার তালুক সম্পত্তিও খরিদ করেছিলেন। পরে অবশ্য জমিদারী প্রথা বাতিলের সাথে সাথে তালুকদারী প্রথারও বিলোপ ঘটে।

পাকিস্তান আমল পর্যন্ত আমি আমার পিতা-মাতা, পিতামহী ও ভাইবোনসহ সকলেই তারাটি গ্রামে বসবাস করতুম। আমার পিতামহ কেদার নাথ পাল ব্যবসার প্রয়োজনে মুক্তাগাছা এই মন্ডার দোকানেই বসবাস করতেন। সপ্তাহে একদিন শুধু শুক্রবার তিনি তারাটির বাড়িতে রাত্রি যাপন করতেন। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃরাশ সেরে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত উনার আবাদি জমি জমা দেখা শোনা করে পায়ে হেটে আবার মুক্তাগাছা মন্ডার দোকানে চলে আসতেন। আমি মুক্তাগাছা পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলুম। ছোট বেলা হাফপ্যান্ট পড়ে রোজই এই মন্ডার দোকান হয়ে বিদ্যালয়ে যেতুম এবং বিদ্যালয় ছুটি শেষে দুপুরে দোকানে পিতামহের সাথে একত্রে খাওয়া দাওয়া শেষ করে দোকানের গদীতেই ঘুমাতুম। ঘুম থেকে উঠে মন্ডা তৈরীর কারখানায় টুলে বসে মন্ডা তৈরীর পদ্ধতি দেখতুম। মন্ডা তৈরী হলে একটি মন্ডা খেতুম ও আর একটি মন্ডা ছোট ভাইবোনদের জন্য সংগে করে নিয়ে বিকেলের পড়ন্ত রোদে তারাটি গ্রামের বসত বাড়িতে ফিরে আসতুম। মুক্তাগাছা শহীদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষ বাণিজ্যের ছাত্র থাকাকালীন ১৯৭১ ইং সনে তারাটির বাড়ি ও মুক্তাগাছার মন্ডার দোকান ফেলে রেখে স্বপরিবারে প্রাণ বাঁচাতে স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ ন'মাস ভারতে শরণার্থী জীবন কাটিয়েছি। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে স্বাধীনতার অনাবিল আনন্দ মনে নিয়ে মাতৃভূমিকে প্রণাম জানিয়ে আবার এই জননী জন্মভূমির বুকে স্বপরিবারে সুস্থ দেহে ফিরে এসেছি। এসে দেখি তারাটির বাড়ি ও তিন

পুরুষের তিল তিল করে গড়ে তোলা স্থাবর-অস্থাবর মালামাল সবই বিলিন হয়ে গেছে। তবে মুক্তাগাছার মন্ডার দোকান ঘরটি রহমান ধূনকর নামে এখানকার স্থানীয় এক তেজস্বী বিহারী মুসলমান তার দখলে রেখে রক্ষা করেছেন। রহমান ধূনকরকে ছোটবেলা থেকে নানা বলে ডাকতুম। উনি আমার পিতামহের থেকে বয়সে প্রায় দশ-বার বছরের ছোট ছিলেন। উনি লেপতোষক বানানোর ব্যবসা করতেন। সম্ভবত উনার পূর্ব পুরুষ বিহার থেকে এসেছিলেন এবং উনারা পুরুষানুক্রমে মুক্তাগাছার রাজবাড়ীতে লেপতোষক বানানোর কাজে নিয়োজিত ছিলেন। মুক্তাগাছা রাজঘাট পাড়ে উনার বাড়ি, কিছু আবাদি জমি-জমা ও পুকুর ছিল। উনি লোক হিসেবে খুব ভাল ছিলেন। উনার বাড়ির সম্মুখ দিয়েই আমরা তারাটির বাড়ি যাতায়াত করতুম। উনার তত্ত্বাবধানে ছিল বলেই মন্ডার দোকানটি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

দোকানে কাঁচের শোকেসে সুরক্ষিত গোপাল পালের কাঠের প্রতিকৃতিটি স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এখানকার স্থানীয় ভোলা পাগলা নামে এক অর্ধ পাগল বাঙালি এই দোকানের পার্শ্ববর্তী এক জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে রক্ষা করেছেন। ভোলা পাগলার পেশা ছিল শীতের সময় খেজুর গাছের রস বিক্রি করা। উনি খুব ভাল বাঁশী বাজাতে পারতেন। তাকে পাকিস্তান আমলে দেখেছি প্রতিদিনই গোপাল পালের কাঠের প্রতিকৃতিটিকে বিকেল বেলা ভক্তি করতে আসতে এবং আমার পিতামহ তাকে প্রতিকৃতিটির সম্মুখে রোজ দেয়া একটি মন্ডার কিছু অংশ ভেঙ্গে তার হাতে খেতে দিতেন। স্বাধীনতার পর ভারত থেকে আমার পিতামহ, পিতা ও আমরা ফিরে এলে রহমান ধূনকর নানা আমার পিতামহকে মন্ডার দোকানের দখল বুঝিয়ে দেন এবং ভোলা পাগলা কাঠের প্রতিকৃতিটি বুঝিয়ে দেন। এর দ্বারাই বুঝা যায় যে, স্রষ্টাই তার মহান সৃষ্টি বা কীর্তিকে রক্ষা করে থাকেন। ১৯৭১ ইং সনে তারাটি গ্রামের বাড়ি নিশ্চিহ্ন হলেও সেখানে এখনও বাড়ি ভিটা, পুকুর ও আবাদি জমি-জমার অংশ বিশেষ স্মৃতি হিসেবে আছে। যা উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তমানে আমরা মালিক। অলৌকিক কোন ঘটনা আমি আমার জীবনে প্রত্যক্ষ করিনি বটে তবে স্বাধীনতার পর বসত ঘরের স্বল্পতাহেতু এই মন্ডার দোকানের গদীতে নিশিযাপন করতে গিয়ে প্রায় রাতেই একটি অলৌকিক শব্দ আমার কানে আসতো। গভীর রাতে কে যেন দোকানের পিছনের দরজা খুলে খড়ম পায়ে হেঁটে হেঁটে মন্ডা তৈরীর কারাখানায় যাচ্ছে, মন্ডা রাখার তালাবদ্ধ স্টোর রুমে ঢুকে হাটছে, আবার দোকানের সামনের অংশে এসে খানিক্ষণ হাটা হাটি করে দোকানের সামনের দরজা খুলে চলে যাচ্ছে। তখন আমি বয়সে যুবক। ভয় পেতুম খুব কমই। দুতিন রাত আমি টর্চের আলো জ্বেলে কে? কে? বলেছি। কিন্তু কোন উত্তর পাইনি। এমনকি একজন লোক খড়ম পায়ে দিব্বি অনেকক্ষণ হাটছে স্পষ্ট শব্দ কানে পাচ্ছি অথচ টর্চের আলোতেও আমি কোনদিন তাঁকে চোখে দেখতে পারিনি। দোকানের পিছনের ও সামনের দরজা এবং মন্ডার স্টোর রুমের দরজা যেমনটি লাগানো ছিল ঠিক

তেমনটিই লাগানো আছে তাও আমি পরখ করে দেখেছি। শুধু একজন লোকের খড়ম পায়ে হাটার পদধ্বনি। প্রায় রাতেই এমন শব্দের আওয়াজ আমার কানে আসায় একদিন আমি আমার পিতামহের সাথে এই ঘটনার কথা আলাপ করি। পিতামহ আমার মুখে এ কথা শুনে মুচকি হেসে বললেন "ভয় পেওনা, এমন শব্দ আমিও এই দোকানে প্রতি রাতেই পেতুম। আমার পিতার মুখেও শুনেছি তিনিও নাকি এমন আওয়াজ পেতেন। তুমিও তো গোপাল পালের পঞ্চম বংশধর। কাজেই তোমার কানেও এ আওয়াজ শুনাটাই স্বাভাবিক। শুয়ে থেকেই এই শব্দ পাওয়ার সাথে সাথেই প্রণাম জানিয়ো"। এখনো কোনদিন বাসায় থাকার অসুবিধায় দোকানে রাত্রিবাস করতে গেলে এই শব্দ কানে আসে। জানিনা এই পদধ্বনি সেই সন্ন্যাসী বাবার খড়ম পায়ে হাঁটার শব্দ কি না!

চতুর্থ বংশধর ও মালিক আমাদের পিতা ৺দ্বারিকানাথ পাল বাংলা ২৭/১০/১৪০৪, ইংরেজী ১০/০২/৯৮ সালে মৃত্যু বরণ করেন। গোপাল পালের পঞ্চম বংশধর আমরা সহোদর পাঁচ ভাই উনার স্থাপিত মন্ডার দোকানের বর্তমান মালিক। যথাক্রমে (১) শ্রী রমেন্দ্র নাথ পাল (২) শ্রী রবীন্দ্র নাথ পাল (৩) শ্রী রথীন্দ্র নাথ পাল (৪) শ্রী শিশির কুমার পাল (৫) শ্রী মিহির কুমার পাল। এই প্রতিষ্ঠানটি একটি হিন্দু যৌথ পারিবারিক কারবার। পুরুষানুক্রমে আমরা "মন্ডা মিঠাই শিল্পী"। এই শিল্পকর্মের মাধ্যমেই আমরা আমাদের মহান দেশ, জাতি ও বিশ্ব মানবের সেবা করে আসছি।

আমরা আমাদের সম্মানিত ক্রেতা, শুভানুধ্যায়ী ও পৃষ্ঠপোষকদের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছি যে, ময়মনসিংহ ও ঢাকা সহ দেশের কোথাও আমাদের কোন শাখা, এজেন্ট, শো-রুম ও বিক্রয় কেন্দ্র বা বিক্রয় প্রতিনিধি নেই। আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুতকৃত মন্ডা আমাদের নিজস্ব রেজিষ্ট্রার্ড ট্রেডমার্ক ছাপানো বক্সে ভরে বিক্রি করা হয়। আমাদের ট্রেড মার্কটির রেজিষ্ট্রেশন নং-১৩৯৩২। ট্রেড মার্ক দেখে মন্ডা কিনুন এবং নকল ও প্রতারণার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে আপনিও অবদান রাখুন। এ সুনাম আপনার, আমার ও আমাদের সকলের।

ধন্যবাদান্তে-
প্রতিষ্ঠানের পক্ষে -
বর্তমান পরিচালক, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমি শ্রী রমেন্দ্র নাথ পাল
আমাদের পূর্ব পুরুষ স্থাপিত ৺গোপাল পালের মন্ডার
দোকানের কল্যাণ কামনায় দেশবাসী
সকলের আশীর্বাদ প্রার্থী।
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।
ফোন ঃ ০৯০২৮-৭৫৩৮৩
মোবাইল : ০১৭১১-৭০৭৯০৯।